চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

জানুয়ারি-জুন ২০২৪ মেয়াদে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ৭১২.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকার বেসরকারি খাতের প্রসার ও এই খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ধরনের নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান এবং বিনিয়োগ সহজিকরণ এর জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তৈরি করা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) মোট ১,০৬৪টি প্রকল্প নিবন্ধিত করেছে যার মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হচ্ছে ১৫,৬৯,৯৮২ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি (বেপজা)তে মোট ৪৫৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু আছে এবং ১০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ৩৫০.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি (বেজা)তে ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে, যেখানে ইতিমধ্যে ৫১টি কোম্পানি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং ৮৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে ৬০,০০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইপিজেডসমূহে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২৫০.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে পিপিপি পাইপলাইনে ৭৯টি প্রকল্প রয়েছে এবং এই প্রকল্পগুলোতে আনুমানিক ৪৭.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন এবং বীমা খাতে বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ রয়েছে। বেসরকারি খাতের মাধ্যমে আরো বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলির সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষসমূহের অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় ওয়ান-স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) এর সূচনা করা হলে এবং ব্যবসা/বিনিয়োগ বিষয়ক নীতিগত জটিলতা হ্রাস করা গেলে তা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বেসরকারি খাতকে অধিকতর সাহায্যের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রভিত্তিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বেসরকারি বিনিয়োগ সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সহায়তা প্রদানের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অবকাঠামো ও সরকারি সেবা প্রদানে বেসরকারি অংশগ্রহণ এর জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ (পিপিপি কর্তৃপক্ষ) প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও, সরকার বেসরকারি খাতের জন্য একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করতে বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে ব্যবসা নিবন্ধন পদ্ধতিকে সহজ করা, বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ প্রদান এবং তাদের জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সুবিধা চালু করা।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি

বিশ্বব্যাংক প্রণীত সূচক এবং ধারণা অনুযায়ী যে সকল সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তার অনুবৃত্তিক্রমে বাংলাদেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি প্রাসঙ্গিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য "বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি" শীর্ষক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রস্তাবিত বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৭টি পিলারের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এই ৭টি পিলারের আওতায় ১১০টি সংস্কার প্রস্তাব যুক্ত করে কর্মসূচি প্রস্তুত করা হয়েছে। কর্মসূচি হালনাগাদ করার জন্য ৭টি পিলারের বিপরীতে ৭টি ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পরিচালনা কমিটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস এক্টিভিটিস

২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বিডা অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টাল চালু হয়, যা দেশের প্রথম ইন্টারঅপারেবল প্ল্যাটফর্ম। এই অনলাইন সুবিধা প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কার্যকর ও স্বচ্ছ সেবা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলিকে সমন্বিত ও সহজীকৃত পদ্ধতিতে একত্রিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই পোর্টালে ৪৩টি সংস্থার মোট ১৩২টি সেবা প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিডা সফলভাবে ২৭টি ভিন্ন সংস্থার ৫৯টি সেবা ওএসএস পোর্টালে একীভূত করেছে।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ চিত্র

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সময়কালে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ৭১২.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে সমমূলধন, পুনঃবিনিয়োগ এবং আন্তঃকোম্পানি ঋণের অবদান ছিল যথাক্রমে ৩৩৫.০ মিলিয়ন, ২২৩.৩ মিলিয়ন এবং ১৫৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চিত্র ১৪.১-এ ২০১৫ সাল থেকে (ক্যালেন্ডার বছরের ভিত্তিতে) প্রকৃত এফডিআই প্রবাহ দেখানো হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে পুনঃবিনিয়োগ ছিল এফডিআই-এর প্রধান উপাদান, যেখানে ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৪ সালে সমমূলধন এফডিআই-এর প্রধান উপাদান ছিল (সারণি ১৪.১)। সমমূলধন ও পুনঃবিনিয়োগের প্রবণতা বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশে বিনিয়োগকারীদের আস্থার বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

লেখচিত্র ১৪.১: প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ

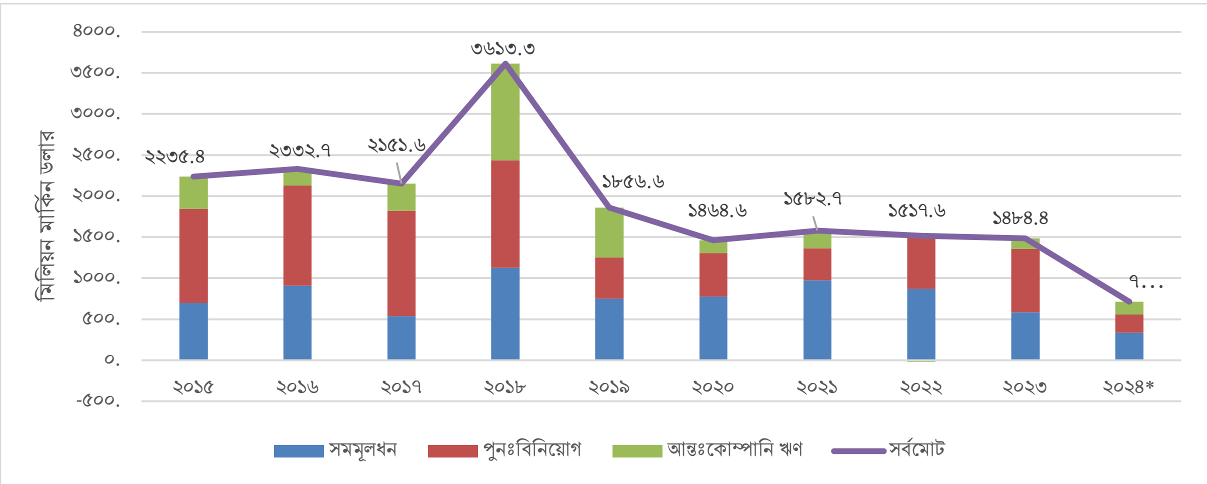

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি-জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

সারণি ১৪.১: বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগের উপাদান	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪*
সমমূলধন	৫৩৮.৯	১১২৪.১	৭৪৮.৭	৭৭৮.৩	৯৭৩.০	৮৬৮.৯	৫৮৮.২	৩৩৫.০
পুনঃবিনিয়োগ	১২৭৯.৪	১৩০৯.১	৫০১.৬	৫২৭.৮	৩৯০.৬	৬৬৯.৮	৭৭০.২	২২৩.৩
আন্তঃকোম্পানি ঋণ	৩৩৩.২	১১৮০.১	৬০৬.৪	১৫৮.৫	২১৯.১	-২১.২	১২৫.৯	১৫৪.১
সর্বমোট	**২১৫১.৬**	**৩৬১৩.৩**	**১৮৫৬.৬**	**১৪৬৪.৬**	**১৫৮২.৭**	**১৫১৭.৬**	**১৪৮৪.৪**	**৭১২.৪**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি-জুন, ২০২৪ পর্যন্ত।

নোটঃ

১। পুনঃবিনিয়োগ আয়ের ক্ষেত্রে, আউটফ্লো অর্থ ক্ষতি।

২। ২০১৯ সাল থেকে BPM6 নির্দেশিকা অনুযায়ী তথ্য সংশোধন করা হয়েছে।

৩। টেবিলের তথ্য ক্যালেন্ডার বর্ষ অনুযায়ী প্রদত্ত।

স্থানীয় বিনিয়োগ

মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির পরিসংখ্যান হতে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৫ শতাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির প্রবণতাকে শিল্পায়নের গতিধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩,৪৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছর ২০২২-২৩ এ ছিল ৪,৮৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.২-এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলো:

লেখচিত্র ১৪.২: মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

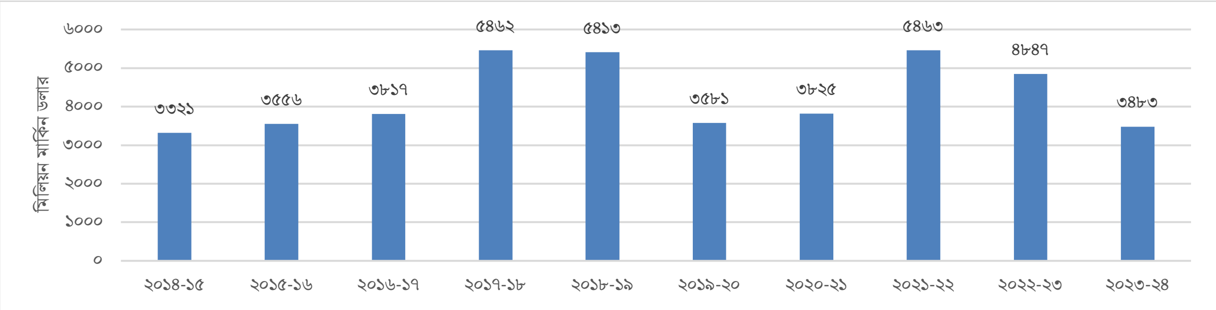

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বিদেশি)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন। ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে বিডায় নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ এ দেখানো হলো। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১,৬৪৩টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ২০,৭২,৯২৫ মিলিয়ন টাকা। যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১,০৬৪টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫,৬৯,৯৮২ মিলিয়ন টাকা।

সারণি ১৪.২: বিডায় বেসরকারি বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধন

(মিলিয়ন টাকা)

অর্থ বছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	মিলিয়ন টাকা	প্রকল্প	মিলিয়ন টাকা	প্রকল্প	মিলিয়ন টাকা	
২০১৭-১৮	১৪৮৩	১২৫৭৯৯২	১৬০	৮১৪৯৩৩	১৬৪৩	২০৭২৯২৫	(+) ১১.৮৯
২০১৮-১৯	১১৯৮	৭০৬৯৬০	১৭০	৪৩৩৯৯৬	১৩৬৮	১১৪০৯৫৩	(-) ৪৪.৯৬
২০১৯-২০	৭৩৯	৬৩৯৯৩২	১৬৬	৪১২৩৩২	৯০৫	১০৫২২৬৪	(-) ১১.৮৪
২০২০-২১	৯৮৬	৫৬৫৯১৪	১০৯	৮৯৭৪৫	১০৯৫	৬৫৫৬৫৯	(-) ৩৭.৬৯
২০২১-২২	১০১৫	১২৫৮৬৬৯	১০৯	১৫৫৬৫২	১১২৪	১৪১৪৩২১	(+) ১১৫.৭১
২০২২-২৩	৯০০	৮৩৮৫৩২	১১৬	৩১২১৯৯	১০১৬	১১৫০৭৩১	(-) ১৮.৬৩
২০২৩-২৪	৯৩৬	১২৪১৪৬০	১২৮	৩২৮৫২২	১০৬৪	১৫৬৯৯৮২	(+) ৩৬.৪৩

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

খাতভিত্তিক স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিডায় নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্পের আর্থিক মূল্য ছিল ১২,৫৭,৯৯১.৬৭ মিলিয়ন টাকা যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১২,৪১,৪৫৯.৬২ মিলিয়ন টাকায়। লেখচিত্র-১৪.৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, এই সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় খাত ছিল সেবা শিল্প খাত (৪৯%), তারপরে অন্যান্য প্রধান খাতগুলির মধ্যে রয়েছে ক্যামিক্যালস শিল্প (১৬%), টেক্সটাইল শিল্প (১০%) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প (৮%)। সারণি-১৪.৩ এ ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিডায় নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির খাতভিত্তিক ধারা উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৩: খাতভিত্তিক স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

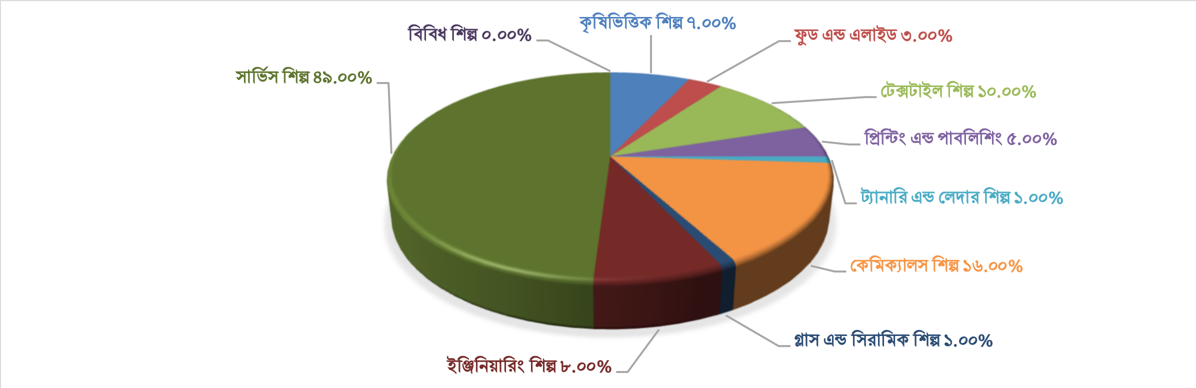

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

সারণি ১৪.৩: স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৮১৭৭৪.২৩	৪৫৬০৮.৩৭	২১৬৯০.৭০	৯৫০৮৩.২৬	৪৫৫১৩.৪৬	৮১৭৭৫.৭০	৮১৮৩৪.৩৪
ফুড এন্ড এলাইড	৩৭১৬৮.৭২	৩৩১২১.৩৭	১৩২৩২.৪৩	৪২৫৮৫.৭০	৩৪৯৬৯.৭৭	৮৬৩১৬.৬৭	৩৬৮৭৯.৪৬
টেক্সটাইল শিল্প	২৫৭৭৯২.৫২	১৩৭৩৬৪.৮০	৪৪৫৩৩.৬০	৩৬১৪১.৯৪	১৯৫২৬৩.৬৯	৯৬৪৫৪.৭৭	১১৯৯৩২.১৫
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	১১৬১৮.৩৮	২৪৬১৮.৩৮	১২৮৪১.১১	৯৩৬৭.২৯	১৮৪৭১.৯৬	৭২৩৯৫.০৭	৬০৫১০.৯০
ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প	১৯৩৮৫.০৫	১৯৯৭৬.৩৬	৫৮২৪.৭৫	১৮৯৮৭.৪৪	২৫৭৬৮.৮৮	৭৬৩৩.৪৭	১৭৭৮৮.০৫
কেমিক্যালস শিল্প	৩৮৯৯২৫.৪০	২২৩৩৬১.২১	৭৯৫৫৬.৭১	১৮১৫৫৩.৮৯	২৫৩৯১০.৩৪	১৫৩০৯৮.৮১	১৯৮৪৯১.৭১
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	১৬৪০৫.৯৬	২৬৯৮০.৩৭	৯৮০২.৩৬	২৮৩৮৯.৩৭	১৭২১১.৪১	৫১২৫.১৪	১৩৭২৩.৬২
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	১৩৫২৮৭.২৪	৯৪১৮৪.১১	৭৮১৪৮.২৪	৮৩১১৭.৬২	১২১৩৮৬.২২	৬৭৮৭৪.৫২	১০৪২৪৮.৩৮
সার্ভিস শিল্প	২৯৫৪০৩.৬৭	৯৮১২৮.৯২	৩০০৩০১.৫৪	৬৫৭৮২.৮০	৫৩৭৮৬৪.৩৬	২৬১৭৯৬.৬৭	৬০৩৯২২.৩১
বিবিধ শিল্প	১৩২৩০.৫০	৩৪৯৭.১৬	৩৬৭১.৪০	৪৯০৪.৩২	৮৩০৯.৩৫	৬০৬১.৬২	৪১২৮.৬৯
সর্বমোট	**১২৫৭৯৯১.৬৭**	**৭০৬৮৪১.০৫**	**৫৬৯৬০২.৮৪**	**৫৬৫৯১৩.৬৩**	**১২৫৮৬৬৯.৪৪**	**৮৩৮৫৩২.৪৫**	**১২৪১৪৫৯.৬২**

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

খাতভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১২৮টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) নিবন্ধিত হয়েছে যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,২৮,৫২২.৪৫ মিলিয়ন টাকা (৩০০৮.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিবন্ধিত নতুন ১২৮টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ ৫৪%। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো সেবা শিল্প খাত ২৪%, কেমিক্যালস শিল্প খাত ১১% ও ফুড এন্ড এলাইড শিল্প খাত ৫% (লেখচিত্র-১৪.৪)। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি- ১৪.৪ এ উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৪: খাতভিত্তিক বিদেশি/যৌথমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন

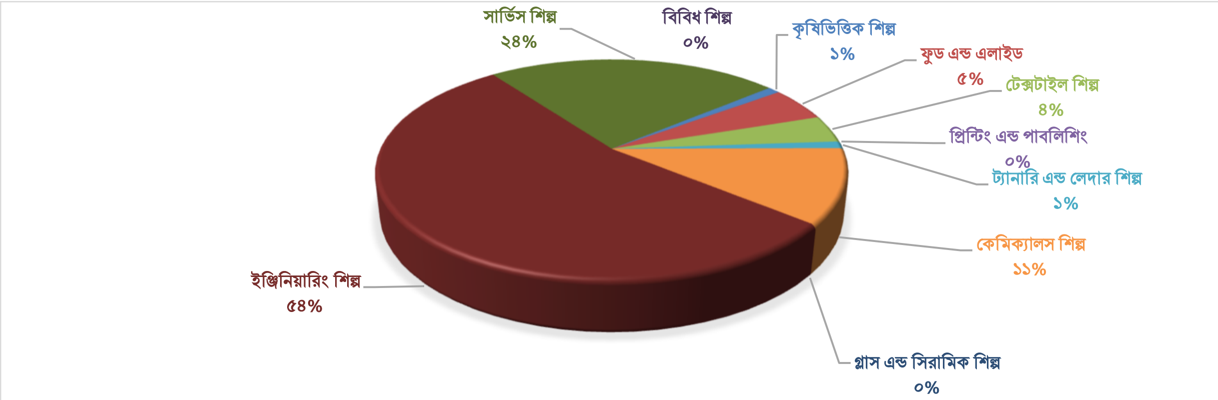

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

সারণি ১৪.৪: বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
কৃষিভিত্তিক শিল্প	২৭.৩৬	১১৬০.৩৩	২৭.৩৩	৫.৭১	১৫৫.৪২	২৪২.৫৯	৩২.৭৬
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১৭৫.০৯	৩৪.৫৫	৩০.৯১	৬.৫৮	৫৬.৩৭	৭৫.২৮	১৪৫.৩৮
টেক্সটাইল শিল্প	১২৭.৫৩	১৮৩.৭১	৫.৩৬	৪.১৭	২০৬.৫৮	১১৩.৬০	১০৬.৫১
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	৫.১৪	১.৫৪	৭.১৭	০.৬৮	৯.১০	৭৭.৩৬	২.০০
ট্যানারি ও চামড়া শিল্প	৫৫.২৫	১৬.৬৪	৮৯.৫০	৩০.৭১	৩.২৩	১০.৩৯	২৯.৩১
কেমিক্যালস শিল্প	৬০৬৫.২২	৭২.৯১	২৬.৪৪	৩৭.৯৩	২১১.১৯	৪৫.৩৮	৩৪৩.৪০
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	০.০০	০.০০	০.০০	২৮.৩২	৭.৪৯	১.৮৭	০.০০
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২৬৮.৯৫	২১৬.১৬	২৯৭১.৬৪	১৩১.২২	১৩৫.৩২	১৩০.৮৪	১৬২৭.৫০
সার্ভিস শিল্প	১৩৪৯.৭৯	২১৩.৪৪	১২২.৩২	৬৬৯.২৯	৯৪১.৪২	২১৭১.৮৫	৭০৯.৫১
বিবিধ শিল্প	১৬৬৭.৯৯	৩১২৬.১৫	২৩৭.৯৮	৩.৫৭	৮৬.০২	২৪৬.৩০	১১.৪৭
মোট	**৯৭৪২.৩২**	**৫০২৫.৪৩**	**৩৫১৮.৬৫**	**৯১৮.১৮**	**১৮১২.১৪**	**৩১১৫.৪৭**	**৩০০৮.০১**

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিশ্বের ২৪টি দেশ হতে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) নিবন্ধিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ এ অধ্যায়ের শেষে সংযোজনী- ১৪.১ এ উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৪,৮৬,২৪০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে (লেখচিত্র-১৪.৫)।

লেখচিত্র ১৪.৫: বিডায় নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংখ্যা

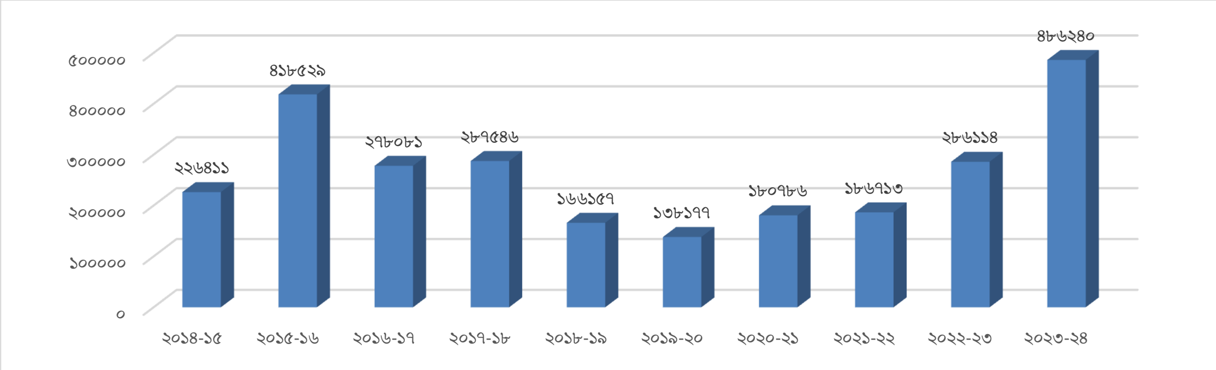

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে।

২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ১,২৪৫টি বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ২৩,২০৭.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র-১৪.৬ এ বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৬: বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

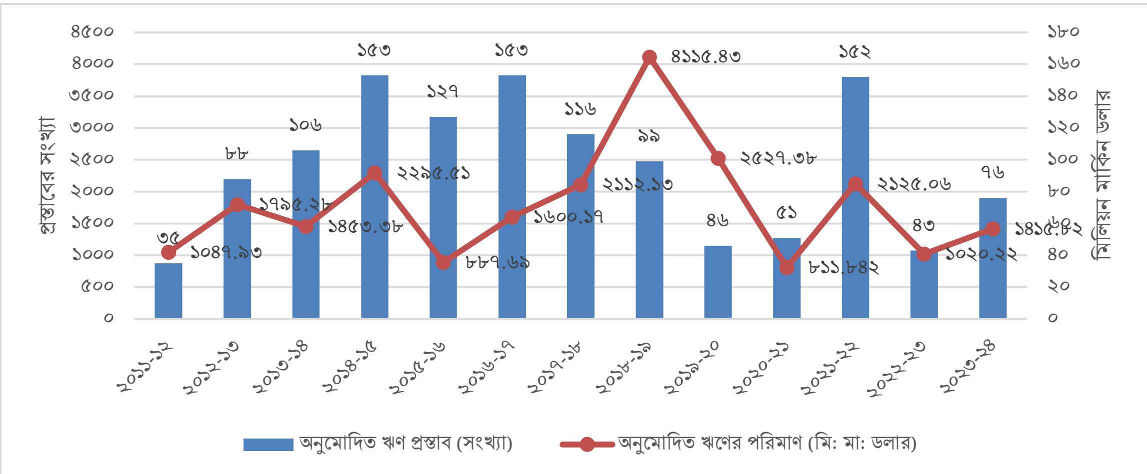

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৫ এ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৪.৫: অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থবছর	ব্রাঞ্চ অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি)	লিয়াজোঁ অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি)	প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি)
২০১৩-১৪	৯৬	২১৫	৭
২০১৪-১৫	১২০	২৪৯	১১
২০১৫-১৬	১০২	২২২	১৫
২০১৬-১৭	১২০	২১১	১১
২০১৭-১৮	১৮৪	২৫৭	১৪
২০১৮-১৯	১৪৬	২১২	১৮
২০১৯-২০	১৫৩	২১৬	১১
২০২০-২১	১৯৯	২৫২	২০
২০২১-২২	১৮৭	২৩৮	১৬
২০২২-২৩	২১৩	২৪৫	২৪
২০২৩-২৪	২০৭	২৪৪	১৪
মোট:	**১৭২৭**	**২৫৬১**	**১৬১**

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ প্রোমোশন কর্তৃপক্ষসমূহ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

বিডা বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয়, বিদেশি এবং যৌথ উদ্যোগ সংস্থাগুলির বিনিয়োগের সুবিধা, বিদেশি ঋণ অনুমোদন এবং এদেশে তাদের শাখা অফিস স্থাপনে সহযোগিতা করে থাকে। বিশ্বব্যাংক, আইএফসি, এডিবি, জাইকা এর মত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এবং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বিজিএমইএ, বেসিস এবং ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিডা কাজ করে থাকে।

বিডা এর লক্ষ্য হল বেসরকারি খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং তাদের অব্যবহৃত জমি বা সুবিধা ব্যবহার করে আরও উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশাসনিক সমন্বয় করা ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে দ্রুত সেবা প্রদান করা। ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ শিল্প অবকাঠামো, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও সেবার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিডা কাজ করছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিদেশি ও স্থানীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ ও সুবিধা প্রদানে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড যথাঃ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী (নারায়ণগঞ্জ) ও কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) ইপিজেড রয়েছে। বিদ্যমান ৮টি ইপিজেড-এ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৪৫৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ হয়েছে ৬,৭৮৭.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ৩৫০.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বেপজা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অষ্টম অধ্যায়ে সংযুক্ত আছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) দেশ ও বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৩টি অঞ্চল বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং ২৯টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ এখন পর্যন্ত ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এর মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাব প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রকৃত বিদেশী বিনিয়োগ প্রায় ২৫০.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসব ইজেড-এ ৫১টি কোম্পানি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং বিভিন্ন জোনে ৮৪টি শিল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। এই শিল্পগুলি এ পর্যন্ত ৬০,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। বেজার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক. উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে এরূপ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ হচ্ছে-মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীহট্ট ইকোনমিক জোন, মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল, কর্ণফুলী ড্রাইডক স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল, বে ইকোনমিক জোন, সিটি ইকোনমিক জোন, কুমিল্লা ইকোনমিক জোন এবং আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন।

খ. অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এসেছেন জাপান, চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া,

নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও নরওয়ে থেকে।

গ. বেজা এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ২৮টি ক্যাটাগরিতে ১২৫টি সেবা প্রদান করে যার মধ্যে ৬২টি সেবা অনলাইনভুক্ত। অদ্যাবধি প্রায় ৪০,০০০ এর অধিক সেবা অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রদান করা হয়েছে। ৮৮টি সেবার Standard Operating Procedure (SOP) প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঘ. বেজা মহেশখালীতে সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক, টেকনাফে সাবরাং ও নাফ ট্যুরিজম পার্ক নামে ৩টি পর্যটন পার্ক স্থাপন করছে। সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে ইতিমধ্যে ২১টি কোম্পানিকে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং এখানে উন্নয়নের কাজ চলছে।

ঙ. বেজার আওতায় ৪টি জি টু জি ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নাধীন এবং সেগুলি হল- বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল), চাইনিজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, মিরসরাইয়ে প্রথম এবং মোংলায় দ্বিতীয় ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে এখন পর্যন্ত ১টি প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন শুরু করেছে এবং ৮টি বিদেশী কোম্পানিকে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ভুটানিজ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং Developing-8ভুক্ত দেশগুলোর জন্য ডি-৮ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা চলমান আছে।

চ. মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ৩৫২ একর জমির উপর অবস্থিত শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১টি শিল্পসহ মোট ২টি প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে আছে এবং ২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়া জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

ছ. এ পর্যন্ত ১৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রাইভেট ইকোনমিক জোন হিসেবে লাইসেন্স পেয়েছে এবং এই অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) উদ্যোগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করেছে। সরকার পিপিপি পদ্ধতিকে অর্থায়নের এবং বেসরকারি খাতের দক্ষতা এবং উদ্ভাবনকে সংশ্লিষ্ট করে সাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণ ও দক্ষতার সাথে জনসেবা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে দেখছে। শুরুতে ২০১২ সালে, মোট ৭টি প্রকল্প পিপিপি পাইপলাইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পিপিপি পাইপলাইনে প্রকল্পের সংখ্যা বেড়ে ২০১৬ সালে ৩৯টিতে এবং বর্তমানে ৭৯টিতে উন্নীত হয়েছে। ১৭টি মন্ত্রণালয়ের ২৬টি সংস্থা এই ৭৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। এই প্রকল্পগুলোতে আনুমানিক ৪৭.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এ পর্যন্ত ২০টি প্রকল্পের জন্য বেসরকারি অংশীদারদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রামপুরা-আমুলিয়া-ডেমরা এক্সপ্রেসওয়ে, পূর্বাচল পানি সরবরাহ প্রকল্প, মোংলা বন্দরে দুটি জেটি স্থাপন, পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল, ঝিলমিল হাউজিং প্রকল্প ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। চলমান প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ঢাকা বাইপাস রোড, বে টার্মিনাল, গাবতলী-সাভার-নবীনগর মহাসড়ক, কমলাপুর মাল্টিমোডাল হাব এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

পিপিপি'র মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্পগুলো হচ্ছে-ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের আংশিক অংশ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কিডনি ডিজিজ এন্ড ইউরোলজী হেমোডায়ালাইসিস সেন্টার এবং পূর্বাচল পানি সরবরাহ প্রকল্পের ১ম ফেজ।

বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ সরকার-টু-সরকার (জিটুজি) পদ্ধতিতে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৭টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর আওতায় জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক ও চীনের সাথে ১৪টি প্রকল্প চিহ্নিত হয়েছে যার সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

এসএমই ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে এসএমই-এর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সেবা এবং সহায়তা কর্মসূচি প্রদান করা। এ সকল সহায়তার মধ্যে রয়েছে আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং ব্যবসায়িক পরামর্শ প্রদান। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অষ্টম অধ্যায়ে সংযুক্ত আছে।

কতিপয় নির্বাচিত খাতের বেসরকারি খাত উন্নয়ন কার্যক্রম

আইসিটি খাত

বাংলাদেশের আইসিটি বিভাগ দেশের আইটি সেক্টর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা

ডিজিটাল অবকাঠামো, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করছে। এটি তথ্যপ্রযুক্তির প্রাপ্যতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিচ্ছে, ডিজিটাল বিভাজন দূর করছে এবং নাগরিকদের ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করছে। বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে বিভাগটি দেশের আইসিটি সক্ষমতাকে শক্তিশালী করছে, যাতে শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলের জনগণই ডিজিটাল সেবার সুফল পায় এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শাসন এবং ব্যবসার মতো খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সমাজে রূপান্তরের পথ তৈরি করছে। আইসিটি খাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অধ্যায় ১১-তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাত সাম্প্রতিক সময়ে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকে সুগম করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে চারটি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর রয়েছে: গ্রামীণফোন, রবি আজিয়াটা, বাংলালিংক এবং টেলিটক। এই অপারেটরগুলো ভয়েস এবং ডেটা সেবাসহ ৪জি (এলটিই) সেবা প্রদান করছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে ৫জি সেবা চালু করেছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সারা দেশের সকল নাগরিকের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করছে। এ লক্ষ্যে, বিটিআরসি সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতের সক্ষমতা এবং সম্পদ ব্যবহার করে ইন্টারনেট, বিশেষ করে ব্রডব্যান্ড সেবার প্রসার ঘটাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য উল্লেখযোগ্য হ্রাসের ফলে ইন্টারনেট সেবার দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, উচ্চমানের ইন্টারনেট সেবা সারাদেশে পৌঁছে দিতে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইন্টারনেটের উচ্চ খরচ যাতে সকলের জন্য একটি সীমাবদ্ধতা না হয় তা নিশ্চিত করতে বিটিআরসি "এক দেশ, এক রেট" পরিষেবা চালু করেছে, যা প্রতিটি নাগরিকের জন্য সাশ্রয়ী ও উচ্চমানের ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য, বিটিআরসি জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৪,১২৪.৫০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রাজস্ব সরকারের কোষাগারে জমা দিয়েছে। সারণি-১৪.৬ এ মোবাইল ফোন, ফিক্সড ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী গ্রাহকদের সংখ্যা এবং টেলিডেনসিটির তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৬: মোবাইল, ফিক্সড ফোন, ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা, এবং টেলিঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, টেলিঘনত্ব	২০১৭ (জুন)	২০১৮ (ডিসেম্বর)	২০১৯ (ডিসেম্বর)	২০২০ (ডিসেম্বর)	২০২১ (ডিসেম্বর)	২০২২ (ফেব্রুয়ারি)	২০২৩ (ফেব্রুয়ারি)	২০২৪ (জুন)
মোবাইল গ্রাহক	১৩.৬০	১৫.৬৯	১৬.৫৫	১৭.০১	১৭.৩৩	১৮.১৫	১৮.২৭	১৯.৬১
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.০৬	০.০৫৩	০.০৫৬	০.০৫	০.০৪৮	০.০৪৮	০.০২৮	০.০২৯
ইন্টারনেট গ্রাহক (কোটি)	৭.৩৩	৯.১৪	৯.৯০	১১.১৯	১২.৩৮	১২.৪৮	১২.৫০	১৪.২৭
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	৮৭.৩২	৯৬.৩৬	৯৯.২৪	১০০.৬	১০৫.৫৭	১০৫.৬৩	১০৪.৩৭	১১০.০৮

উৎস: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন।

বিদ্যুৎ খাত

২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে সরকারি খাতে ১০,৪৭৯ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,৮৬১ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৯১৫ মেগাওয়াট ও আমদানি ২,৬৫৬ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন (গ্রিডভিত্তিক) ক্ষমতা ছিল ২৪,৯১১ মেগাওয়াট। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ১১,২৪৬ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ২,৪৭৮ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ১১,৭১৮ মেগাওয়াট এবং ২,৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রিডভিত্তিক) ২৮,০৯৮ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ যার মোট পরিমাণ প্রায় ৩১,৪৫২ মেগাওয়াট। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩৬.৮৪ শতাংশ সরকারি খাতে, ১১.১৩ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে, ৩৪.৬২ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ১৭.৪১ শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে।

শিক্ষা খাত

শিক্ষা মন্ত্রণালয় "সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা" নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে নেতৃত্ব দিচ্ছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার নীতি প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম

প্রণয়ন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ এবং ভাতা ও বৃত্তি প্রদানের ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে শ্রেণিকক্ষে আইসিটি ব্যবহারের প্রসার, ব্রডব্যান্ড সংযোগ উন্নয়ন, এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

বেসরকারি উদ্যোগও শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশে ১১৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যার মধ্যে ১০৫টি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নতির জন্য "বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার কৌশলগত পরিকল্পনা: ২০১৮-২০৩০" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে বেসরকারি খাতে ৬৭টি মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ, ১৪টি ডেন্টাল ইউনিট, ১৩টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট স্কুল, ১০৫টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও এনজিওসমূহকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, স্বাস্থ্য সেবা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ এবং কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নির্মূলে এনজিওর কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো।

এছাড়াও, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি কর্মসূচির অধীনে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেশ কিছু দেশি-বিদেশি এনজিও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপি-ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক দেশে উন্নয়নধর্মী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এর একটি উদাহরণ।

পর্যটন খাত

পর্যটনখাত বাংলাদেশের একটি ক্রমবর্ধমান খাত যেখানে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বিপিসি) পর্যটকদের মানসম্পন্ন সেবা প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধা তৈরি, পর্যটন আকর্ষণের বৈচিত্র্যকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে এবং বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (বিটিবি) দেশে পর্যটন শিল্প প্রসার ও প্রচারণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। সরকারি খাতের এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বাংলাদেশে পর্যটন খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে, বেসরকারি খাত পর্যটন অবকাঠামোতে (যেমন, নতুন হোটেল, রিসোর্ট এবং অন্যান্য আবাসন সুবিধা নির্মাণের পাশাপাশি থিম পার্ক এবং বিনোদন কেন্দ্রের মতো পর্যটন আকর্ষণ) এবং পর্যটন সুবিধার উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অবদান রয়েছে পর্যটন পণ্য উদ্ভাবনে এবং সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পর্যটন বিষয়ক প্রচারণায় (যেমন, নতুন এবং উদ্ভাবনী ট্যুর প্যাকেজ, পরিবহন ব্যবস্থাপনা এবং ভ্রমণ-সম্পর্কিত প্যাকেজ কার্যক্রম/ তথ্য প্রচার) এবং পর্যটন শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদানে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য যে, সরকার টেকসই পর্যটনের জন্য বেসরকারি খাতের উন্নয়নকে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের তথ্যমতে, দেশের বেশ কিছু ইকো-ট্যুরিজম সাইট বেসরকারি খাতের সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তবে, বাংলাদেশের পর্যটন খাত পর্যাপ্ত অবকাঠামো, পরিবহন, বাসস্থান এবং পর্যটন সুবিধার অভাবসহ বেশকিছু সমস্যার মুখোমুখি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত "The Travel and Tourism Development Index 2024 " প্রতিবেদনে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, স্থায়িত্ব এবং সমস্যা কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতার মত কতিপয় বিষয় নিয়ে ১১৯টি দেশের একটি র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে। এই ভ্রমণ ও পর্যটন উন্নয়ন সূচক-২০২৪ এ বাংলাদেশ ৯ ধাপ পিছিয়ে ১১৯টি দেশের মধ্যে ১০৯তম অবস্থানে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিদ্যমান সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে এই খাতের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সরকার ও বেসরকারি খাতকে একসাথে কাজ করতে হবে আগামী দিনগুলোতে।

বীমা খাত

ব্যবসা ঝুঁকি হ্রাস ও জনগণের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা প্রদানে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন' ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৮০টি বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪৫টি সাধারণ বীমা এবং ৩৫টি জীবন

বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। ২০২২ সালে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৪,৬১৫.৯৭ কোটি টাকা, যা ২০২৩ সালে হয়েছে ৫,২০৪.৩০ কোটি টাকা। সারণি ১৪.৭ এ সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের প্রবাহ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৪.৭: সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি অংশ (%)	বেসরকারি অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট			সরকারি (%)	বেসরকারি (%)	মোট (%)
২০১৭	২৩৮.৬৬	২৭৪২.৭৭	২৯৮১.৪৩	৮.০০	৯২.০০	৬.৭৮	৭.৫৯	৭.৫২
২০১৮	৩৫২.০৫	৩০৪১.৮৯	৩৩৯৩.৯৪	১০.৩৭	৮৯.৬৩	৪৭.৫১	১০.৯১	১৩.৮৪
২০১৯	৩৭১.১১	৩৪১৮.৬৭	৩৭৮৯.৭৮	৯.৭৯	৯০.২১	৫.৪১	১২.৩৯	১১.৬৬
২০২০	৩৪৫.৯১	৩৩৯৬.৭৬	৩৭৪২.৬৭	৯.২৪	৯০.৭৬	-৬.৭৯	-০.৬৪	-১.২৪
২০২১	৪৬৪.৮৩	৩৭৮৫.২৭	৪২৫০.১০	১০.৯৪	৮৯.০৬	৩৪.৩৮	১১.৪৪	১৩.৫৬
২০২২	৫০৯.১০	৪১০৬.৮৭	৪৬১৫.৯৭	১১.০৩	৮৮.৯৭	৯.৫২	৮.৫০	৮.৬১
২০২৩*	৯৬৯.৩৭	৪২৩৪.৯৩	৫২০৪.৩০	১৮.৬৩	৮১.৩৭	৯০.৪১	৩.১২	১২.৭৫
২০২৪*	৪৫২.৫৯	২১৬৬.৫৩	২৬১৯.১২	১৭.২৮	৮২.৭২	-	-	-

উৎস: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। * ২০২৩ও ২০২৪ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য।

অন্যদিকে, সরকারি 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও ৩৫টি বেসরকারি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে আয় করেছে ১২,২৭৯.৭৮ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৮৭৮.২১ কোটি টাকা বেশি। সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.৮ এ বর্ণনা করা হলো:

সারণি ১৪.৮: জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি অংশ (%)	বেসরকারি অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট			সরকারি (%)	বেসরকারি (%)	মোট (%)
২০১৭	৪৭৪.৭২	৭৭২৩.৭৩	৮১৯৮.৪৬	৫.৭৯	৯৪.২১	১৫.০৮	৭.৬৩	৮.০৪
২০১৮	৫১৩.০৮	৮৪৭৫.৯৯	৮৯৮৯.০৭	৫.৭১	৯৪.২৯	৮.০৮	৯.৭৪	৯.৬৪
২০১৯	৫৭৪.১২	৯০২৫.৫১	৯৫৯৯.৬৩	৫.৯৮	৯৪.০২	১১.৯০	৬.৪৮	৬.৭৯
২০২০	৬০১.৪৮	৮৮৭৪.৪৮	৯৪৭৫.৯৬	৬.৩৫	৯৩.৬৫	৪.৭৭	-১.৬৭	-১.২৯
২০২১	৬৭১.৯৯	৯৫৬০.৫১	১০২৩২.৫০	৬.৫৭	৯৩.৪৩	১১.৭২	৭.৭৩	৭.৯৮
২০২২	৭৬৩.০৮	১০৬৩৮.৪৯	১১৪০১.৫৭	৬.৬৯	৯৩.৩১	১৩.৫৬	১১.২৮	১১.৪৩
২০২৩*	৭৮৯.৯৮	১১৪৮৯.৮০	১২২৭৯.৭৮	৬.৪৩	৯৩.৫৭	৩.৫২	৮.০০	৭.৭০
২০২৪*	৩৯০.৫৬	৪৮৪৭.৯৭	৫২৩৮.৫৪	৭.৪৬	৯২.৫৪	-	-	-

উৎস: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।* ২০২৩ ও ২০২৪ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য।

সংযোজনী ১৪.১
নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
১.	সৌদি আরব	০.১২৫	০	৫.৪১৩	৮.২৭৮	০.০১১	০	৫৯.০৩৮
২.	আমেরিকা	৪৯৪.৫০৯	৬৪৩.৩৭৮	১৩.৪৭৪	৩২০.৭৩২	১৯.২৬১	১৭.৫৯০	১.৪২১
৩.	থাইল্যান্ড	৬.৮৯৪	২.২৭৭	০.০৪৭	০.০৬৯	০	০	০
৪.	ভারত	৩২৭.৭৪৪	৪০.৯৩৭	২৩.১২৮	২২.৫৪৮	১৫.৭৫১	১৮৪.৮৮৯	৯.৮৬১
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	১১৫.০৭৪	১.৭৬১	২.৫২৫	০	১৩.৬৬০	০	০
৬.	মালয়েশিয়া	১.৩৭৩	৩.৮৫২	১২০০.২৪৪	৫.২৯৪	০.০৪১	০	১.১৯৬
৭.	নেদারল্যান্ডস	০	১৭২০.৪০২	৪১.২৫	১.১৭২	৮.২৫২	০.২১১	০
৮.	চীন	৪১৬.৩৬১	৯৪৩.৬৪৭	১৯৩৪.৪১৩	৮৩.৮৫২	৭৯১.৯৫০	৪২৪.৬৩২	**৫২৬.৫২৬**
৯.	যুক্তরাজ্য	৩৮৬.২২৪	০.২৬২	৬.৫০৬	১.১৬৮	৪.৩৭৫	১২.২৮৯	১১.৬১৯
১০.	পাকিস্তান	০	০	০	০	০	০.৬২৭	০
১১.	জাপান	৪৯.৭৫২	২৪৮.৫৪৯	১৮.২৯১	৩৪.০৩৯	২০.৯৮৯	১৩.৯৬৮	**৮৮.২৮১**
১২.	ডেনমার্ক	০.৪০৭	০	১৪.১৩০	০	০	০.৯৯৭	০
১৩.	শ্রীলঙ্কা	১৩.৬০৩	৯৮.২৯১	০.২৫২	৫.০২৮	০	৮.৮৫৬	০.৩৪৪
১৪.	কানাডা	১৪.০৮৫	০.১৩৩	০	০.৫৯৭	০.২০৫	০	০
১৫.	তাইওয়ান	১.৫৪৪	১.১৫৭	৭৭.৫৮৯	০	৯.৪৪৩	১.২৯৪	**২.২২৮**
১৬.	সিঙ্গাপুর	৩৮২.৯৭৩	১২৪৭.৪২৬	১৬৭.৫৮৬	৩০৩.১২৯	১.৮৮৮	৪৩.৩২১	**৭৬.৫৬৭**
১৭.	তুরস্ক	১৪.২৮৮	০	২.৭৭০	০	১৩৪.৬২১	০	০.৮৪৪
১৮.	ইতালী	০	০	০	০	০.২৩৫	০	০.৩২১
১৯.	হংকং	১৭.৯৬৩	২৯.৯১০	০.৮৫০	০	১৫৭.১৫৪	৩.০২১	**৭.৯৪৯**
২০.	আফ্রিকা	০	০	০.৩২০	০	০	০	০
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০	০	০	০	০	০	০
২২.	বার্মুডা	০	০	০	০	০	০	০
২৩.	ফ্রান্স	০	০	০	৩.৯৩৪	১.৩২১	০.০৯৯	০
২৪.	লেবানন	০	০	০	০	০	০	০
২৫.	মরিশাস	৩৪০.০০০	০	৩২.৫৪৫	০.৯৯৯	০	০	০
২৬.	ফিলিপাইন	০	১০.২৭৪	০	০	০	০	০
২৭.	সুইডেন	১.৫৫১	২.৩৭৭	০	১.৯৬২	৫.৫৫১	০.১১১	০.০৭৯
২৮.	সুইজারল্যান্ড	০	১৭.৯০০	০	০.১২১	৬.৪৩৮	০.১৬৩	০.০০৯
২৯.	ফিনল্যান্ড	০	০	০	০	১.১৫৫	০	০
৩০.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	৭১৪৩.৭২৫	০.৩০০	১০৮.৯৪৪	০	৭.২৩৩	০	১৪.৭৩৩
৩১.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০	১.০৩৫	০	০	০	০	০
৩২.	জার্মান	৭.০০৩	৪.০০০	৪.০১৯	৭৮.৩১০	৪.৬৫৪	৩২.৬০১	২২.৫০১
৩৩.	অস্ট্রেলিয়া	০	০	২.৫৮২	৬.০৯৫	০	১.৯৯০	**১.৩৮৯**
৩৪.	স্পেন	০	১.৭১	০.৩৯৫	০.১১৪	০	০	০.২২২
৩৫.	পোল্যান্ড	০	০	০	০	০.৫৪৬	০	০
৩৬.	বেলজিয়াম	০	০.৩৫	০	০	০	০.০২২	০
৩৭.	মিশর	০	০	০	০	০	০	০
৩৮.	হাঙ্গেরী	০	০	০	০	০	০	০
৩৯.	নরওয়ে	৫.১৮৬	০	০	০	০.৫৭১	০	০.০৯২
৪০.	জর্দান	০	০	০	০	০	০	০
৪১.	কুয়েত	০	০	০	০	১.৫২৫	০	০
৪২.	মাল্টা	০	০	০	০	০	০	**০.৭০৫**
৪৩.	গিনি	০	০	০	০	০	০	০
৪৪.	লিবিয়া	০	০	০	০	০	০	০
৪৫.	সার্বিয়া	০	০	০	০	০	০	০

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
৪৬.	ইয়েমেন	০	০	০	০	০	০	০
৪৭.	নাইজেরিয়া	০	০	০	০	০.০৫৪	০	০
৪৮.	ইরান	০	০	০	০	০	০	০
৪৯.	লিথুয়ানিয়া	০	০	০	০	০	২.০২৬	০
৫০.	উজবেকিস্তান	০	০	০	০	০	০	০
৫১.	বেলারুস	০	০	০	০	০	০	০
৫২.	নেপাল	১.৩৪৭	০	৮.১৪	০	০	১.০০০	০
৫৩.	ওমান	০	০	০.১১৭	১.১৭৬	০	০	০
৫৪.	আয়ারল্যান্ড	০	০	০.১১৮	০	০	০	০
৫৫.	ইংল্যান্ড	০	০	১.৩৪৬	০	০	০	০
৫৬.	কোরিয়া	০	০	১৭.৩৮৫	১০.৫৯৫	১৬১.৭৯১	২.৪৪৯	**২.৯৭৬**
৫৭.	বুলগেরিয়া	০	০	০	০.১৬৪	০	০.৫৯৬	০
৫৮.	কাজাখিস্তান	০	০	০	০.৪১১	০	০	০
৫৯.	এঙ্গুলিয়া	০	০	০	২৮.২১১	০	০	০
৬০.	বাহামাস	০	০	০	০.১৯২	০	০	০
৬১.	রোমানিয়া	০	০	০	০	০.৫৮৯	০	০
৬২.	চেক রিপাবলিক	০	০	০	০	০.০৪৫	০	০
৬৩.	সুদান	০	০	০	০	১.০৪৮	০	০
৬৪.	চাদ	০	০	০	০	০	১৫.৭০২	০
৬৫.	কায়ম্যান আইল্যান্ড	০	০	০	০	০	০.০৪৫	০
৬৬.	এস্তোনিয়া	০	০	০	০	০	০	০.০০৩
৬৭.	ভিয়েতনাম	০	০	০	০	০	০	০.০৪৭
	মোট	**৯৭৪২.৩০৮**	**৫০১৯.৯২৮**	**৩৬৮৪.৪৮০**	**৯১৮.১৯০**	**১৩৭০.৩৫৭**	**৭৬৮.৪৯৯**	৮২৮.৯৫১

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ।